NOV. 20 2001

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

বেড়ায় ক্ষেত খেয়েছে ছাত্রদলের! গোটা সংগঠনে নিষেধাজ্ঞা আরোপে ত্যাগী নেতাকর্মীরা হতাশ

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

ক্ষমতায় আসার পর বিএনপি সরকারের ওপর বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। সন্ত্রাস দমনের অঙ্গীকার নিয়ে ক্ষমতায় আসা সরকার ইতোমধ্যে হোঁচট খেয়েছে পাঁচ সপ্তাহের মাথায়। বিএনপির 'থিঙ্কট্যাঙ্ক' প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দেয় ছাত্রদলকে গুটিয়ে ফেলে স্বল্প সময়ে জনপ্রিয়তা হারানো সরকারের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার চেষ্টার জন্য। যে কারণে ছাত্রদল নেতাকর্মীদের মধ্যে যখন নতুন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গঠনের হাওয়া বইছিল তখনই অতিষ্ঠ বিএনপি সরকার স্থগিত করল সংগঠনটির কর্মকাণ্ড।

ছাত্রদলের সভাপতি নাসিরউদ্দিন আহমেদ পিন্টুসহ সংগঠনের চিহ্নিত কিছু ক্যাডারকে দমন না করে গোটা ছাত্রদলের স্থগিত কেন্দ্রীয় কমিটির ওপর নিষেধাজ্ঞার খড়্গ সংগঠনের ত্যাগী নেতাকর্মীদের করে তুলেছে হতাশ। ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির এক নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ক্ষেতে বেড়া দেয়া হয় গবাদিপশু ঠেকানোর জন্য। কিন্তু বেড়ায় ক্ষেত খেয়ে ফেললে তা সমস্যা বটে। ছাত্রদলকে খেয়ে ফেলেছে বেড়া। খোদ ছাত্রদলের শীর্ষপদে বসিয়ে রাখা ব্যক্তিটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলেই গোটা ছাত্রদল নিয়ন্ত্রণে চলে আসত। কারণ এ পর্যন্ত ছাত্রদলকে ব্যবহার করে যত টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, দখল ও সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে তার প্রায় সব ক'টিতে পৃষ্ঠপোষকতা বা নেতৃত্ব দিয়েছেন সভাপতি পদ আঁকড়ে থাকা ব্যক্তিটি। তাঁকে নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়ে সরকার গোটা সংগঠনের নেতাকর্মীদের যেভাবে অবমূল্যায়ন করল তা ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। ছাত্রদলের ত্যাগী নেতাকর্মীদের অভিমত হচ্ছে, এই মুহূর্তে এত বড় সিদ্ধান্ত না নিয়ে কেবল এক ব্যক্তিকে দমন করতে পারলেই নিয়ন্ত্রণে চলে আসত ছাত্রদল। তাঁরা মনে করেন, ছাত্রদলের চিহ্নিত কিছু ক্যাডারের জন্য দেশজুড়ে ছাত্রদলের কর্মকাণ্ড স্থগিতের ঘটনা 'মাথাব্যথার জন্য মাথা কেটে ফেলা'র শামিল। রাজধানী ঢাকাসহ দেশজুড়ে ছাত্রদল ক্যাডারদের দখল, টেন্ডারবাজি ও সন্ত্রাসসহ বেপরোয়া কর্মকাণ্ডে নতুন সরকারের ভাবমূর্তি মাত্র পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে ধুলায় মিশে যাবার উপক্রম হয়। '৯১ সালে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরই ছাত্রদল দেশজুড়ে সৃষ্টি করেছিল নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা। তখনও একইভাবে ছাত্রদলের কর্মকাণ্ড বন্ধ করে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর পর ছাত্রদলের সশস্ত্র ক্যাডাররা এতই বেপরোয়া হয়ে ওঠে যে, বিএনপির 'থিঙ্কট্যাঙ্ক' সরকারকে পরামর্শ দেয় জরুরী ভিত্তিতে ছাত্রদলকে সামলানোর জন্য। তাদের দৃষ্টিতে, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর যেসব কারণে ক্রমাগত জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ছাত্রদল ক্যাডারদের সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য। একটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদক নিজের লেখা 'প্রধানমন্ত্রী, ছাত্রদলকে সামলান' শিরোনামে এক মন্তব্য প্রতিবেদনে গত শনিবার বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর ছাত্রদলের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের একটি চিত্র তুলে ধরেন। প্রতিবেদনে প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দেয়া হয় সময় থাকতে ছাত্রদলকে সামলানোর জন্য। ছাত্রদলকে সামলানোর ব্যাপারে বিএনপির নীতিনির্ধারক মহলে বেশ তোলপাড় চলছিল গত দু'সপ্তাহ ধরে। গত শনিবার ছাত্রদলের কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রকাশিত এই প্রতিবেদন সরকারকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে উৎসাহিত করে বলে জানা যায়।